International Research Journal of Interdisciplinary & Multidisciplinary Studies (IRJIMS)
A Peer-Reviewed Monthly Research Journal
ISSN: 2394-7969 (Online), ISSN: 2394-7950 (Print)
Volume-II, Issue-VIII, September 2016, Page No. 19-26
Published by: Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.irjims.com

রাজনৈতিক অংশগ্রহণ এবং পশ্চিমবঙ্গের কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি জেলার রাজবংশী জাতি

অর্পিতশ্রী নারায়ণ
গবেষক, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Absract

In West BengalCooch Behar and Jalpaiguri districts are the two major places where Rajbanshi community people are residing which contributes almost 50% of total population. As rajbangshi's contributes largest chunk of this population so their socio-economical differences between rich-poor, educated- non educated, employed- unemployed are major contributing factor for the well-being and unwell being of these two districts. All the above factors are influencing social, political, economical and cultural aspects of these two districts. In this article I am describing political participation rate of Rajbanshi community. Which is shown in few tables and described these in short. This field survey report is conducted on 210 Rajbanshi's respondents of these two districts.

Political participation can be done by different processes like direct and indirect, whereas direct political participation of Rajbanshi Community is lesser than other community in this area, where as it is not that they are not politically properly aware. Rajbanshi's have their own political organisations which protects them from any kind of threats, demands for them and also rises voice for them if necessary. Because of this reason main streampolitical participation gets affected to some extent. But recently literacy and awareness has increased, so that socio-economic status is increasing simultaneously. So Political participation also increasing, which are the main indicators of future growth prospect of this community.

রাজনীতি সম্পর্কিত শব্দটির সাথে অংশগ্রহণ বিষয়টি অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত। কারণ রাজনীতিতে জনগণের অংশগ্রহণ ছাড়া ভারতের মত গণতান্ত্রিক দেশে রাজনৈতিক ব্যবস্থা টিকে থাকা দুষ্কর। শুধুমাত্র ভারতের মত গণতান্ত্রিক দেশের ক্ষেত্রেই কথাটি প্রযোজ্য তা নয়, যে কোনো গণতান্ত্রিক দেশে নাগরিকদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ একটি বিশাল ভূমিকা গ্রহণ করে চলেছে। অংশগ্রহণ বলতে আমরা ঠিক কি বুঝি সেই বিষয়টি কিছুটা আলোচনা করে নিলে রাজনৈতিক অংশগ্রহণ সম্পর্কে ধারণাটি আরো পরিস্কারভাবে জানা যাবে। খুব সাধারণভাবে অংশগ্রহণ বলতে বোঝায় কোনো কর্মকান্ডের সাথে নিজেকে যুক্ত করা বা যোগদান করাকে। Geraint Parryর মতে "Participation involves doing as well as taking and there will be full participation only where the public are able to take an active part throughout the plan making process.[১]

তেমনি রাজনৈতিক কর্মকান্ডের সাথে ব্যক্তির যোগদানকে অথবা যুক্ত হওয়াকে রাজনৈতিক অংশগ্রহণ বলে। বিভিন্ন তাত্ত্বিকগণ অংশগ্রহণ এবং রাজনৈতিক অংশগ্রহণ নিয়ে বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু রাজনৈতিক অংশগ্রহণের সীমারেখা এবং সীমাবদ্ধ নির্ধারক না থাকার দরুণ বিষয়টি আমাদের কাছে যথেষ্ট জটিল থেকে জটিলতর হয়ে উঠেছে। রাষ্ট্রবৈজ্ঞানিক G. Parry এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন- "Political participation should clearly, consist in taking part in some 'political action'".[২]

কিন্তু অপরদিকে G. Sortori বলছেন, 'But Western scholar do not limit their interpretation of participation only to 'taking part', to them participation means 'self-motion'.[৩]

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে 'Voting' এবং 'Non-Voting' এই দুটি বিষয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কোনো নির্বাচনে ভোটদান করা হল একটি প্রত্যক্ষ পন্থা। যার দ্বারা সরাসরি রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করা যায়। ভোটদান সরকারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় খুবই কার্যকরী ভূমিকা বহন করে। শুধু তাই নয় সরকারী নীতির ওপরে যথেষ্ট প্রভাব ফেলে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে প্রত্যেকটি জনগণের ভোট ভীষণভাবে প্রয়োজনীয়। " Aristotle defined the citizen not in terms of his place of birth or his parentage but in terms of participation- a man who shares in the administration of justice and in the holding of office".[৪]

তবে অনেক ক্ষেত্রে Non-Voting কেও আমরা রাজনৈতিক অংশগ্রহণের একটি অংশ হিসাবে ধরতে পারি। কারন Non-Voting ও সরকারি নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে এবং সরকারী সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় কিছুটা হলেও প্রভাব ফেলে। কেন জনগণ ভোট দিচ্ছেননা অথবা ভোট না দিয়ে ঠিক কি বোঝাতে চাইছেন অথবা কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য জনগণ ভোটদানে অনীহা প্রকাশ করছেন- এই বিষয়গুলি রাজনীতিকে অনেকটাই প্রভাবিত করে।
রাজনৈতিক অংশগ্রহণ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ উভয় প্রকারেরই হতে পারে। তবে নির্বাচনের সময় ভোট প্রদানের দ্বারা অংশগ্রহণ করা খুবই জরুরী এবং এটি এমন একটি পদ্ধতি যার মাধ্যমে নির্দিষ্ট একটি বয়সের পর জনগণ প্রত্যক্ষভাবে রাজ্য শাসন প্রণালীর পরিবর্তন সাধন করতে পারে। সাধারণ মানুষের সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে প্রতিনিধি নির্বাচিত হয় এবং নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে সমাজের চাহিদা পূরণ অর্থাৎ উন্নয়ণ সম্ভব হয়। ফলে খুব স্বাভাবিকভাবেই উপরিউক্ত বিষয়গুলি সুস্পষ্ট গণতন্ত্রের সঠিক অর্থ নির্দেশ করে। Carol Gould এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন, "I would argue that participation in join decision making remains an exercise of autonomy, in as much as the individuals have freely chosen to participate in the activity and in the determination of the shared ends, and since participation in common activity is itself a general condition for their freedom as self-development (as argued earlier) and finally since the decisions to which they thus bind themselves freely have the authority of their own mutual self-determination and not an external or imposed one".[৫]

তবে রাজনৈতিক অংশগ্রহণ বলতে আমরা সাধারণভাবে যেই নির্ধারকগুলিকে বুঝি সেগুলি হল- ভোট প্রদান করা, ভোট প্রদান না করা, রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে অন্যান্যদের সাথে আলোচনা করা, কোনো রাজনৈতিক দলকে অর্থ প্রদান করা, রাজনৈতিক মিছিল, মিটিং এ যোগদান করা, কোনো রাজনৈতিক সংগঠনে যোগদান করা এবং দলের হয়ে ভূমিকা পালন করা, নির্বাচনে প্রতিনিধিত্ব করা - মোটামুটিভাবে এই নির্ধারকগুলিকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ হিসাবে ধরা হয়।

রাজনৈতিক অংশগ্রহণের সাথে উন্নয়ন অঙ্গাঅঙ্গি ভাবে জড়িত। তবে রাজনৈতিক অংশগ্রহণ হওয়া দরকার স্বতঃস্ফুর্তভাবে, অনেকক্ষেত্রে রাজনৈতিক অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে ক্ষমতার অপব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। ক্ষমতার অপব্যবহার এমন একটি বিষয় যার দ্বারা সমাজে বৈষম্য বা বঞ্চনা করার প্রবণতা সৃষ্টি হয়, রাজনীতির প্রতি ভীতি এবং অনীহার সৃষ্টি হয়। আর এই প্রকৃত ক্ষমতা সদব্যবহার করে যদি সমাজের একেবারে গোড়া থেকে বন্টন করে

দেওয়া হয় তাহলে সমাজের প্রত্যেকটি স্তরের মানুষই সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করতে পারে। সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করলে জনগণের মধ্যে দায়িত্ববোধ জন্মায় এবং সচেতনতা বৃদ্ধি পায়। রাজনৈতিক অংশগ্রহণ এমন একটি প্রক্রিয়া যেটি মানুষকে প্রান্তিক স্থান থেকে কেন্দ্রে স্থাপন করতে সমর্থ হয়।অংশগ্রহণের চূড়ান্ত লক্ষ্য হল জনসাধারণের মধ্যে সামর্থ বৃদ্ধি করা, তাদের অন্তর্নিহিত গুণাবলীর বিকাশ সাধন করা, স্বনির্ভর করে তোলা এবং একই সাথে আত্ম সচেতন করে তোলা। অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে নাগরিকরা তার নিজস্ব সামর্থ্য, সামাজিক দুর্বলতা, নাগরিকত্ববোধ এই বিষয়গুলিকে খুঁজে পায় এবং সরকারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সিদ্ধান্তকারী হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার সুযোগ পায়। বর্তমানে প্রায় সমস্ত রাজনৈতিক ব্যবস্থাতেই এই কারণে শাসকশ্রেণী সমাজের উন্নয়ণমূলক প্রকল্পে নাগরিকদের অন্তর্ভূক্তি করার পাশাপাশি দলীয় সমর্থনের বৃদ্ধি ঘটায়।

এবার উত্তরবঙ্গের কোচবিহার ও জল্পাইগুড়ি জেলার রাজবংশী জাতির রাজনৈতিক অংশগ্রহণের দিকটি বিশ্লেষণ করা যাক। দেখা যাক এই জাতিটি রাজনৈতিক অংশগ্রহণ প্রক্রিয়ায় ঠিক কতখানি জড়িত। উত্তরবঙ্গের কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি জেলার অনুন্নত সম্প্রদায় হিসাবে রাজবংশী জাতির নাম বারবার উঠে এসেছে। কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি জেলার মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক শতাংশই হল রাজবংশী জাতির মানুষ। তাই এই জাতির রাজনীতিতে অংশগ্রহণ রাজনৈতিক ব্যবস্থায় ভীষণভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এক্ষেত্রে গবেষিকা কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি জেলার মোট ২১০ জন রাজবংশী মহিলা ও পুরুষের ওপর ক্ষেত্রসমীক্ষা করেছেন। এবং ২১০ জন নারী পুরুষের ওপরেই সম্প্রদায়টির শতকরা হার বার করে সারণীগুলি তৈরী করেছেন, যদিও এখানে মাত্র কয়েকটি সারণী বিশ্লেষিত হবে।

ভোটদান করাকে আমরা প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক অংশগ্রহণ বলতে পারি। এক্ষেত্রে লিঙ্গ সম্পর্কিত বিষয়টি ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। সমাজের একটি বিশাল সংখ্যক অংশই হল মহিলাদের নিয়ে। কিন্তু প্রায়ই দেখা যায় মহিলারা রাজনীতির প্রতি পুরুষদের তুলনায় কম আগ্রহী হন। হয়ত সামাজিক রীতিনীতিই এর পেছনে কিছুটা হলেও দায়ী। সমাজের এই বিশাল সংখ্যক মহিলারা যদি পুরুষদের সাথে সমানভাবে এগিয়ে আসেন, সে যে কোনও ক্ষেত্রেই হোক না কেন তাহলে সেটি সমাজের উন্নয়নের সঙ্কেত বহন করে। একইভাবে রাজনীতিতে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রেও যদি মহিলারা পুরুষদের মত সমানভাবে এগিয়ে আসেন তাহলে সামাজিক- রাজনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তন হওয়াটাই বাঞ্ছনীয়।

সারণী-১

লিঙ্গ এবং ভোটদান

		লিংগ		সর্বমোট
		মহিলা	পুরুষ	
ভোটদান	হ্যাঁ	১০২	১০২	২০৪
		৯৮.১০%	৯৬.২০%	৯৭.১০%
	না	২	৪	৬
		১.৯০%	৩.৮০%	২.৯০%
সর্বমোট		১০৪	১০৬	২১০
		১০০.০০%	১০০.০০%	১০০.০০%

সারণী নং ১ এ দেখা যাচ্ছে, রাজবংশী মহিলাদের মধ্যে ৯৮.১০% রাজবংশী মহিলা ভোটদান করেন। এক্ষেত্রে রাজবংশী পুরুষের শতকরা হার ৯৬.২০% সুতরাং ক্ষেত্র সমীক্ষার মোট ২১০ জন রাজবংশী মহিলা পুরুষের মধ্যে ভোটদানের ক্ষেত্রে মহিলারা এগিয়ে। যেটি রাজবংশী সমাজের সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটি ভালো দিক।

Marx মনে করতেন, farmers could not develop political class consciousness due to their geographical dispersal throughout the country while worker concentrated in large industrial plants could became conscious of their common interests and thus become politically active.[৬]

সাধারণত চাকুরীর সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা তাদের নিজেদের কর্মক্ষেত্রে অনেক রকম মনোভাবাপন্ন ব্যক্তির সাথে কর্মসূত্রে আবদ্ধ থাকেন। ফলে কর্মসূত্রে নানা রকম সমস্যার সমাধান করার উদ্দেশ্যে নিজেদের মধ্যে সংগঠন গঠন করেন এবং কেউ কেউ দক্ষতার সাথে নেতৃত্বের ভার বহন করে মূলস্রোতের রাজনৈতিক দলের সাথে যুক্ত হয়ে যান। আর এইসব ক্ষেত্র থেকে এবং রাজনীতির সাথে যুক্ত বিভিন্ন সংগঠনগুলি থেকে রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি পায় অথবা ভোটদানের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। এর ফলে বেশীমাত্রায় রাজনৈতিক ঘটনাবলীর সাথে যোগসাধন বাড়তে থাকে, যেটি কৃষক সমাজে বিশেষ হয়ে ওঠেনা। এক্ষেত্রে পেশা এবং ভোটদানের সারনীটি সংক্ষিপ্তভাবে বিশ্লেষণ করা হল।

সারনী নং -২
পেশা এবং ভোটদান

	পেশা								
ভোটদান		ছাত্র/ছাত্রী	বেকার	অবসরপ্রাপ্ত	কৃষক	শ্রমিক	ব্যবসা	চাকুরী	সর্বমোট
	হ্যাঁ	১৩	৪৫	৪	৩৮	১৮	৩৯	৪৭	২০৪
		১০০.০০%	৯৭.৮০%	১০০.০০%	৮৮.৪০%	১০০.০০%	১০০.০০%	১০০.০০%	৯৭.১০%
	না	০	১	০	৫	০	০	০	৬
		০.০০%	২.২০%	০.০০%	১১.৬০%	০.০০%	০.০০%	০.০০%	২.৯০%
সর্বমোট		১৩	৪৬	৪	৪৩	১৮	৩৯	৪৭	২১০
		১০০.০০%	১০০.০০%	১০০.০০%	১০০.০০%	১০০.০০%	১০০.০০%	১০০.০০%	১০০.০০%

২ নং সারনীতে দেখা যাচ্ছে, অন্যান্য বর্গের তুলনায় কৃষক বর্গটিতে ভোটদানের হার সবচাইতে কম অর্থাৎ ৮৮.৪০%। ক্ষেত্রসমীক্ষায় ১১.৬০% কৃষকের ভোট না দেওয়ার কারণ জানতে চাইলে তারা অর্থনৈতিক দিক থেকে সাহায্য না পাওয়ার প্রসঙ্গটি বারবার তুলে ধরেছেন। একইভাবে রাজবংশী বেকার বর্গটিতে ২.২০% ভোট দেননা। তাদের কাছে ভোট না দেওয়ার পেছনে কি কারণ থাকতে পারে, সেটি জানতে চাওয়া হলে তারা জানান, শিক্ষিত হয়েও বছরের পর বছর কোন সরকারি চাকরী পাচ্ছেন না, তাদের সরকার দ্বারা পরিচালিত কোন কর্মে (contractual) নিয়োগ করা হচ্ছেনা, তাই ভোটের প্রতি তাদের অনীহা, অসন্তোষ বেড়ে গেছে। তাদের মুখে একটাই কথা "বাঁচতে গেলে যে অর্থের প্রয়োজন সেটি আসবে কোত্থেকে?"[৭]

রাজনৈতিক অংশগ্রহণের ধারণাটি কেবলমাত্র ভোটদানের ওপর নির্ভরশীল নয়, যেটি পূর্বেও আলোচিত হয়েছে। রাজনীতির প্রতিটি ক্ষেত্রে জনসাধারণের যোগদান না থাকলে রাজনৈতিক ব্যবস্থাটিই বদলে যাবে। তাই ভোটদানের পাশাপাশি অংশগ্রহণের অন্যান্য মাধ্যমগুলোয় জনসাধারণের যোগদান কতখানি অর্থাৎ স্বক্রিয় রাজনীতিতে দুটি জেলার রাজবংশী জাতির স্বক্রিয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণের হারটি সারণীর মাধ্যমে দেখানো হল-

সারণী নং- ৩

লিঙ্গ এবং স্বক্রিয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ

		লিঙ্গ		সর্বমোট
		মহিলা	পুরুষ	
স্বক্রিয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ	প্রত্যক্ষ	৪	১৯	২৩
		৩.৮০%	১৭.৯০%	১১.০০%
	সামান্য	১২	৩৬	৪৮
		১১.৫০%	৩৪.০০%	২২.৯০%
	না	৮৮	৫১	১৩৯
		৮৪.৬০%	৪৮.১০%	৬৬.২০%
সর্বমোট		১০৪	১০৬	২১০
		১০০.০০%	১০০.০০%	১০০.০০%

সারনী নং ৩ এ দেখাচ্ছে, স্বক্রিয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবে যে সমস্ত রাজবংশী পুরুষেরা অংশগ্রহণ করেন তাদের হার ১৭.৯০% এবং রাজবংশী মহিলাদের হার মাত্র ৩.৮০%। সুতরাং এ ক্ষেত্রে চিত্রটি স্পষ্ট যে স্বক্রিয় রাজনীতিতে রাজবংশী মহিলারা রাজবংশী পুরুষদের চাইতে অনেকটাই পিছিয়ে। স্বক্রিয় রাজনীতিতে রাজবংশী মহিলাদের এত কম মাত্রায় অংশগ্রহণের কারণ হিসাবে তারা রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে দ্বন্দ্ব, নৃশংসতা, এবং সাংসারিক কাজকর্মের দরুণ সময়ের অভাবকে দায়ী করেছেন।

তবে রাজনীতি বিষয়ক সচেতনতার ক্ষেত্রে কোচবিহার ও জলপাইগুড়ির রাজবংশী পুরুষ ও মহিলা এই দুটি লিঙ্গের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। ভারতের সনাতন কিছু পরিবারে আজও মহিলারা সচেতনতার দিক থেকে পুরুষদের চাইতে অনেকটাই পিছিয়ে। কিছু কিছু পরিবারে অপরিণত বয়সে বিবাহসসূত্রে আবদ্ধ হওয়ার ফলে মহিলারা পারিবারিক দৈনন্দিন কর্মে লিপ্ত হয়ে যান, রান্নাঘর সামলানো, সন্তান লালন পালন করা, পরিবারের সকলের মন জুগিয়ে চলতে গিয়ে ঘরের চারগন্ডির ভেতর আবদ্ধ হয়ে যান যার ফলে বিভিন্নরকম গণমাধ্যমের সাথে যোগাযোগ রাখার সময়টুকুও পান না। ফলে খুব স্বাভাবিক কারণে দীর্ঘদিন কোন বিষয়ের সাথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্নের ফলে যেমন সেই বিষয়টি জটিল ও কঠিন হয়ে উঠতে শুরু করে তেমনি রাজনীতি বিষয়টিও তাদের কাছে যথেষ্ট জটিল বলে মনে করেন। যার ফলে নিজেদের কাছে জটিল লাগা বিষয়টির প্রতি অনীহা থাকাটা খুব স্বাভাবিক। একই সাথে জটিল বিষয়টির ওপর আগ্রহ কম থাকার দরুণ সচেতনতাও কম হবে এটাই বাঞ্ছনীয়। পুরুষদের ক্ষেত্রে বিষয়টি আবার কিছুটা অন্যরকম। দেখা গেছে বেশীরভাগ রাজবংশী পুরুষদের মধ্যে রাজনীতি বিষয়ে একটি অন্যরকমের আগ্রহ, উৎসাহ আছে। এ ক্ষেত্রে গবেষিকা কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি জেলার রাজবংশী জাতির পুরুষ এবং মহিলাদের রাজনীতি বিষয়ক সচেতনতার মাত্রাটি সারণীর মাধ্যমে পরিস্কারভাবে তুলে ধরেছেন-

সারণী ৪

লিঙ্গ ও রাজনীতি বিষয়ক সচেতনতা

স্থান			লিংগ		সর্বমোট
			মহিলা	পুরুষ	
কোচবিহার	রাজনীতি বিষয়ক সচেতনতা	আছে	৩৫	৫৫	৯০
			৬৪.৮%	৮৮.৭%	৭৭.৬%
		নেই	১৯	৭	২৬
			৩৫.২%	১১.৩%	২২.৪%
সর্বমোট			৫৪	৬২	১১৬
			১০০.০০%	১০০.০০%	১০০.০০%
জলপাইগুড়ি	রাজনীতি বিষয়ক সচেতনতা	আছে	৩৩	৩৮	৭১
			৬৬.০%	৮৬.৪%	৭৫.৫%
		নেই	১৭	৬	২৩
			৩৪.০%	১৩.৬%	২৪.৫%
সর্বমোট			৫০	৪৪	৯৪
			১০০.০০%	১০০.০০%	১০০.০০%

কোচবিহার এবং জলপাইগুড়ি জেলা দুটির রাজবংশী সম্প্রদায়ের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ নিয়ে আলোচনা পর্বে জেলা দুটির রাজনৈতিক চিত্র সম্পর্কে প্রয়োজনীয় বিষয়টি হল, এই দুটি জেলায় মূলস্রোতের রাজনীতির পাশাপাশি রাজবংশীদের নিজস্ব রাজনৈতিক দলের রাজনীতিও বর্তমান। রাজবংশীদের নিজস্ব রাজনৈতিক এবং সামাজিক দলগুলি কখনও পৃথক কামতাপুর রাজ্য আবার কখনও গ্রেটার কোচবিহার নামক পৃথক রাজ্যের দাবি জানিয়ে চলেছে। তাদের নিজস্ব ভাষা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য রক্ষার জন্য তারা মূলস্রোতের রাজনীতি থেকে সরে এসে নিজেদের পৃথক রাজনৈতিক দল গঠন করে পৃথক রাজ্য গঠন করতে চাইছে। তবে এই দলগুলিতে সমর্থকদের সংখ্যা খুব বেশী নয়। তবুও রাজবংশীদের নিজস্ব কিছু সক্রিয় রাজনৈতিক দল যেমন গ্রেটার কোচবিহার পিপলস্ অ্যাসোসিয়েশন, কামতাপুর পিপলস্ পার্টি, কামতাপুর প্রগ্রেসিভ পার্টি, কোচবিহার রাজ্য আইন পরিষদ ইত্যাদি দলগুলি দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এই দুটি জেলার কিছু রাজবংশী মানুষ মূলস্রোতের রাজনীতি থেকে দূরে সরে গেছে এবং নিজস্ব জাতির তৈরী করা দলে সামিল হয়ে আন্দোলনে লিপ্ত হয়েছেন। কারণ নিজস্ব জাতি সমন্বিত পৃথক রাজ্যের আন্দোলনের সাথে কিছু রাজবংশী মানুষের নিজস্ব জাতির প্রতি আবেগ, জড়িয়ে আছে। এক্ষেত্রে লিঙ্গের সাথে মূলস্রোতের রাজনীতিতে অংশগ্রহণের সারণীটি দেখানো হল-

সারণী-৫

লিঙ্গ এবং মূলস্রোতের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ

স্থান			লিংগ		সর্বমোট
			মহিলা	পুরুষ	
কোচবিহার	মূলস্রোতের রাজনীতিতে অংশগ্রহণের	পক্ষে	২৮	৫২	৯০
			৭০.৪%	৮৩.৯%	৭৭.৬%
		বিপক্ষে	১৬	১০	২৬
			২৯.৬%	১৬.১%	২২.৪%
সর্বমোট			৫৪	৬২	১১৬

			১০০.০০%	১০০.০০%	১০০.০০%
জলপাইগুড়ি	মূলস্রোতের রাজনীতিতে অংশগ্রহণের	পক্ষে	৩৯	৩১	৭০
			৭৮.০%	৭০.৫%	৭৪.৫%
		বিপক্ষে	১১	১৩	২৪
			২২.০%	২৯.৫%	২৫.৫%
সর্বমোট			৫০	৪৪	৯৪
			১০০.০০%	১০০.০০%	১০০.০০%

উক্ত সারণীতে দুটি জেলার মূলস্রোতের রাজনীতিতে অংশগ্রহণে পার্থক্য রয়েছে যেটি স্পষ্ট। যেই সমস্ত রাজবংশী পুরুষেরা মূলস্রোতের রাজনীতির বিপক্ষে তারা নিজস্ব জাতির রাজনৈতিক দলগুলিকে সমর্থন করে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন এবং গর্বিতও হন। ক্ষেত্র সমীক্ষায় মূলস্রোতের রাজনীতির অপছন্দের কারন হিসাবে তারা নিজেদের অর্থনৈতিক অভাবকে দায়ী করেন। তাদের মতে আলাদা রাজ্য হলে রাজবংশী জাতির উন্নয়ন সম্ভব। অপরদিকে লোকসভা এবং বিধানসভা নির্বাচনে S.C Qouta তে রাজবংশী জাতির তরফ থেকে জনপ্রতিনিধিদের অবস্থান বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়।

রাজবংশী জাতির রাজনৈতিক অংশগ্রহণের দিকটি বিশ্লেষণ করে দেখা যাচ্ছে, তারা রাজনীতি সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন এবং রাজনীতিতে অংশগ্রহণের দিক দিয়েও তারা যথেষ্ট এগিয়ে। রাজবংশী জাতির কিছু মানুষের মধ্যে একটি মনঃস্তাত্বিক বিষয় কাজ করে। তারা রাজনীতিতে অংশগ্রহণ পছন্দ করেন, রাজনীতির বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে জানতে চান, কিন্তু তাদের নিজস্ব রাজনৈতিক দলগুলি কখনও কখনও মূলস্রোতের রাজনীতিতে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। ফলে পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলার রাজনৈতিক অংশগ্রহণের সাথে কোচবিহার এবং জলপাইগুড়ি জেলার জনসাধারণের রাজনীতিতে অংশগ্রহণের দিকটি অনেকটাই আলাদা এবং যথেষ্ট জটিল। তবে রাজবংশী জাতির মহিলাদের সক্রিয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণের হারটি পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। রাজবংশী মানুষেরা আগের তুলনায় অনেকবেশী শিক্ষিত হয়েছেন। শিক্ষার সাথে সচেতনতার দিকটি ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। ফলে রাজবংশী জাতির রাজনীতির প্রতি সচেতনতার দিকটির হার ও পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। পাশাপাশি সচেতনতা বৃদ্ধির সাথে একটি জাতি বা সম্প্রদায়ের উন্নয়নের দিকটি জড়িয়ে থাকে। সুতরাং পিছিয়ে পড়া রাজবংশী জাতির ধীরে ধীরে উন্নয়নের পথ প্রশস্ত হচ্ছে এবং ভবিষ্যতে জাতিটির আরো উন্নতি হবে এই সম্ভাবনাটি থেকেই যায়।

সূত্রনির্দেশ

১. A Parry, Geraint, Participation in Politics, Manchester University Press, Rowman and littlefield, 1972. P-10

২. তদেব, পৃষ্ঠা-৩

৩. Sortori, G. Potter and Castle (eds.), The practice of Comparative Politics, London, Routledge and Kegan Paul, 1971, P-299

৪. Parry তদেব, পৃষ্ঠা-২৭, উদ্ধৃত, Aristotle, Politics

৫. Gould, Carol, C, Rethingking Democracy, Freedom and Social Co-operation in Politics, Economy and Society, Cambridge, Cambridge University Press, 1988, P-233

৬. Lipset, S.M, Political Man: The Social Bases of Politics, Valkis, Feffer and Simon Pvt. Ltd. 1960, P-98

৭. কোচবিহার জেলায় মরানদীরকুঠি এলাকায় ক্ষেত্রসমীক্ষা চলাকালীন শুভদ্বীপ্ত বর্মনের সাথে সাক্ষাৎকার। শুভদ্বীপ্ত বর্মন, বয়স ৪৫ বছর, কৃষক, তারিখ ১০.১.১৫